দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 8-5-84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 7 ...

আশির পরীক্ষা

চুরাশিতেও ফল নেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ মাস্টার ডিগ্রী, ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে আরম্ভ হয় এবং যথারীতি সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখ লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কর্তৃপক্ষ ৪০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার ফল সাড়ে সাত মাসের মধ্যেও প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থাপনায় অব্যবস্থার যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন তার নজির সত্যিই বিরল। কিন্তু এর জন্যে অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর সরকারী চাকরিতে যোগ দেয়ার কিংবা আবেদন করার সময় যে অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে তার দায়িত্ব নেবে কে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জবাব দেবেন কি?

দিদারুল আলম ও
সফিকুর রহমান
১৯৮৩ সালের এমকম (ব্যবস্থাপনা)
পরীক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

স্নাতকোত্তর (সমাজ) ছাত্রদের ভর্তি সমস্যা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোট ছয়টি অনার্স কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে সরকারী সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছয়টি বিভাগে সম্মান থাকা সত্ত্বেও এম এ শেষ পর্ব রয়েছে শুধু বাংলাতে। অন্যান্যরা অনার্স পাস করে ঢাকা বিঃ থেকে এম কোর্স শেষ পর্ব করে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক নিয়মানুসারে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে '৮৪-তে এসে। '৮৩তে অনুষ্ঠিত ইতিহাস সম্মান পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে এসে আমরা চোখে সর্ষে ফুল দেখছি। ১০ই এপ্রিল থেকে এম এ শেষ পর্বে ভর্তি শুরু হলেও সরকারী সাদত কলেজের কোন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তির ফর্ম দেয়া হয়নি। বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বাইরের কলেজের ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করতে অস্বীকৃতি জানান এবং (অনার্স পাস সার্তেও) বলেন, 'তোমরা বিএ পাস সনদপত্র পেয়ে গেছ, চাকরির ব্যবস্থা করো।' অতঃপর ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের সাথে দেখা করলে একই রকম বক্তব্য আমাদের উপহার দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালের আইনের বলে যে সব কলেজ অনার্স আছে মাস্টার ডিগ্রি নেই, সেসব কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ দিয়ে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। আমাদের বেলায় এ রকম বিমাতাসুলভ আচরণ কেন তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা মানবিক কারণেই এতোদিন ভর্তি করে আসছি। কিন্তু আর নয়।

তাহলে আমাদের প্রশ্ন, মাস্টার ডিগ্রি ঃ এম এ এম এস এম এ যদি ঢাকা বিঃ ভর্তি নাই করতে পারেন তবে আগেই তা কলেজগুলোকে জানিয়ে দেয়া উচিৎ ছিল না কি? আমরা আশা করব ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষ একটু বিশেষ দৃষ্টিতে বিবেচনা করবেন এবং এবার যারা অনার্স পাস করে এসেছে মানবিক কারণেই তাদের ভর্তি করে নেবেন।

—'পিন্টু'
সরকারী সাদত কলেজ,
করটিয়া, টাঙ্গাইল।

000013